কালের
ক
ব
লে
বাংলা

AGARTALA PUBLIC LIBRARY
10149
AGARTALA

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

উৎসর্গ

মুক্ত ছন্দে গাহিতেছি বিদ্রোহের গীত।
হিন্দী রত্নাকর হ'তে করি' আহরণ
সযতনে হে জননী, তোমার কিরীটে
স্থাপিলাম এ উজ্জ্বল মণি, দীপ্তিমান,
ভাস্করের মত জ্যোতির্ম্ময় চিরন্তন।
আসন্ন বিপদ স্মরি' হিন্দু মুসলমান
ম্রিয়মান ; মেঘাবৃত যথা সুধাকর ;
স্তব্ধ ভাষা রজনীর মত। নির্ব্বিশেষে
দরিদ্র কৃষাণ, অগণিত লাখ লাখ,
মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী তস্করের হাতে
ক্রীড়া পুত্তলিকা-প্রায় যাপিতেছে দিন,
ভীত ত্রস্ত অপলক নেত্রে সকরুণ ;
যেমতি রজনী অন্তে তারকা-মণ্ডল
নভস্তলে নির্নিমেষ সকরুণ আঁখি।
দানবের অত্যাচারে হৃত গর্ব্ব, মান,
গৃহ পরিত্যাগী, হৃত-সতীত্ব সম্মান,
রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা পথের উপর
যায় গড়াগড়ি, ছিন্নমূলা লতা সমা।
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে উঠিছে ক্রন্দন
গৃহে গৃহে নিরন্তর গগন-বিদারী,
যথা ধায় নদ-নদী-জলাশয় হতে
ঊর্দ্ধদিকে বাষ্পকুল হিমের প্রভাতে।
নৈরাশ্যের কুজ্ঝটিকা অবনীমণ্ডল
করেছে আবৃত ; অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ
প্রেতের মতন পাছে-পাছে ঘুরিতেছে।

সুনির্ম্মিত শুভ্রতম মর্ম্মর প্রস্তরে
অভ্রভেদী মৌন ম্লান স্মৃতির মন্দির
তাজমহলের প্রায় স্বাধীন ভারত ;
ধনে-জনে-গরিমায় বিষয়-বৈভবে
বিশ্বমাঝে অতুলন অদ্বিতীয় হয়ে,
অনন্ত কালের চক্ষে অশ্রুর মতন।
তাহাও অক্ষয় হ'লে বঙ্গের সান্ত্বনা।
দেশ গেল মবে, তবু র'বে বঙ্গদেশ
যুগ-যুগ ধরে' দেশ-ভক্ত ঋষিদের
তীর্থেব মতন, যথা পূত বারাণসী।
তীর্থপথে তৃণসম অধিবাসিগণ
যাহাতে বাঁচিতে পাবে, ফুটাইতে ফুল
নিজ ক্ষমতায়, হিংস্র জন্তু পদতলে
না হয়ে দলিত, কুষাঙ্কুব রূপে যা'তে
করিতে লাঞ্ছিত, করি' আঘাতে আঘাত,
সে হয় সক্ষম, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলি'
রক্ষা করে সত্তা আপনার, সেই আশে
অর্পিলাম অগ্নিময় বাণীর ঝংকার।

বাঙলায় বচ্চন-সম্বর্দ্ধনা

প্রথম কথা—বইটা হিন্দী বইয়ের তর্জ্জমা। দ্বিতীয় কথা—বইটা হিন্দী কবিতার তর্জ্জমা। এই দুই কথার কিম্মৎ লাখ টাকা।

হিন্দী সাহিত্যের বাঙলা তর্জ্জমা বড় বেশী নাই। এই হিসাবে ভূপেন দাস বাঙালী সমাজে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। বাঙালীর বাচ্চারা হিন্দীপ্রেমিক হইতে শিখিবে।

একালের বাঙালীর পক্ষে হিন্দী সাহিত্যও জরুরি। হিন্দী ভাষাও জরুরী। দুইই বাঙালী জাতের দখলে রাখা আবশ্যক। বাঙালীরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। জার্ম্মাণ ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। ইতালিয়ান ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। রুশ ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। এই সকল সাহিত্য ও ভাষা দখল করিয়া বাঙালীর বাচ্চারা বিশ্ব-শক্তিকে সদ্ব্যবহার করিবার কাজে পাকিয়া উঠিতেছে। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য দখল করা সম্বন্ধে বাঙলীর বাচ্চারা গা-ফেলি করিবে কেন? ভূপেন দাস যুবক বাঙলায় এক নয়া পথের প্রদর্শক ও নেতা হইলেন।

হিন্দী কাব্যের খবর বাঙালীর বাচ্চারা রাখে কি? এক প্রকার রাখে না বলিলেই চলে। বোধ হয় এমন কি মৈথিলী শরণ গুপ্তও বঙ্গ-সাহিত্যে আর বঙ্গ-সমাজে অপরিচিত। লজ্জার কথা! হিন্দী-কাব্য সম্বন্ধে এতখানি আনাড়ি বাঙালী জাত্ বাঙলায় বচ্চন কবিকে পাকড়াও করিতে পারিল,—ভূপেন দাসের দৌলতে। বচ্চনের মারফৎ বাঙালী জাত্ বুঝিতে পারিতেছে যে, হিন্দী কাব্য একালের ভারতীয় সাহিত্যে অন্যতম পয়লা নম্বরের সম্পদ।

ইহাতে হিন্দী কাব্যের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। কেন না বচ্চন হিন্দী সাহিত্য সংসারের সুযোগ্য প্রতিনিধি। অ-হিন্দী

কালের কবলে বাংলা

বাংলায় লেগেছে অকাল ;
কাঙ্গালে ভরেছে ধরা,
সর্ব্বত্র কঙ্কালে ভরা।
দীনতায় সংখ্যাতীত লোক,
স্ফীতোদর,
প্রসারিত কর,
পাঁচ আঙ্গুল যুক্ত করি',
দেখাইছে মুখ,
নয়ন কোটরগত,
বহে অশ্রুধার,
মানব হয়েও ভুলি' মান অপমান,
ঘুরে গ্রামে গ্রাম,
নগরে নগরে,
হাটে ও বাজারে, দর দর, দুয়ারে দুয়ার।
ওরে, এ যে ক্ষুধা মূর্ত্তিমান,
দীর্ঘাকার!
তৃপ্ত কে করিবে এরে ?
কে খাওয়াবে পেট ভ'রে ?
ক্ষুধাতুরে করাবে ভোজন ?

যে দেশের মুক্তিকামী বীরেন্দ্র-কেশরী,
শত শত জন,
কথায় কথায়
হইয়াছে দেশান্তর ;
হাতে বেড়ি, হাতকড়ি, শৃঙ্খল ঝন্‌ঝনে
গেয়ে গেছে
শুনায়েছে
টলায়েছে মন,
জীবন দিয়েছে ডালি
দেশপ্রেম মূল্যরূপে ঢালি
কঠিন কঠোর ঘোর কারার প্রাঙ্গণে !

যার বীর পুত্রগণ ফাঁসীমঞ্চে আসি'
বিনাভয়, দ্বিধাহীন,
হাসিমুখে অমলিন,
নিজ হস্তে ফাঁসী রজ্জু পরেছে গলায় ;
কিম্বা স্ফীত বক্ষ ল'য়ে
গুলির সম্মুখে আসি
রুখিয়া দাঁড়ায় ?

সেই বাংলা ?—
যার প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
দেশের নির্জ্জীব দেহে সঞ্চারে পরাণ,
আত্ম-অভিমান,
স্বাধীনতা জ্ঞান !

কে লুটিল ?
কোন্ জন সে হীন তস্কর ?

চলিও না হস্ত আর,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
স্তব্ধ হও লেখনী আমার।
চলেও বা কি করিবে
সাধ্য নাই সত্য কহিবার।
হস্ত বন্ধ,
সত্য কহা দোষ,
রুদ্ধ বাক, স্তব্ধ ভাষা,
অহো কি আফশোষ !
উপস্থিত পরাণ সঙ্কট।
বর্ষ বর্ষ পুষিয়াছ পালিয়াছ যারে,
ক্ষুধা ক্ষুধা ক্ষুধা করি,
শুকায়ে শুকায়ে মরি,
নিদারুণ দুঃখ সহি
তথাপি নীরব রহি,
এক সাথে যাইতেছে মরি',
এক সাথে যাইতেছে ঝরি',
যেমন বহিলে ঝড়
যত পত্র বৃক্ষোপর,
পুরাতন, হরিতাল,
বৃক্ষ-তলে পড়ে যায় ঝরি'।
কৃমির কীটের চেয়ে
ইহাদের মৃত্যু ভয়ঙ্কর।

বল বিশ্ব বিখ্যাত মেদিনী,
বল বিশ্ব ইতিবৃত্তে হে চির-শোভিনী
বল বল বঙ্গভূমি, হে পুণ্য মেদিনী
বল তুমি বঙ্গদেশ, হে পূত মেদিনী,
বল তুমি হে বিভার চির-প্রসবিনী,
বল বল হে অমৃত পুত্রের জননী
জননী, গোবিন্দ-গীতি
তন্ময় গায়ক,
সুরসিক বিনায়ক,
কবীন্দ্র ভকত প্রভু শ্রীজয়দেবের,
বঙ্গ ভাষা,
জীবন-আশা,
কবিকুল-পিকবর শ্রীচণ্ডিদাসের
পদ্মাবতী পদ-অনুরাগী,
পরম বিরাগী
শ্রীচৈতন্য দেব, যাঁর
ভকতির ধার
বিগলিত করেছিল
হৃদি বাংলার।

বল আরও হে অমর পুত্র-প্রসবিনী,
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-জননী,
রাষ্ট্রগীতি-রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের,
মানবতা-জ্ঞান-স্বপ্নচারী শরতের,
বিশ্ব-বন্দ্য কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র নাথের,

তিলে তিলে, মিট্ মিট্ করি'
একষট্টি দিবস ধরি'
অনশন ব্রত পালি'
করিল প্রয়াণ
আর বিশ্বে মহাবাণী করে গেল দান,
পরাধীন এ নশ্বর ক্ষুদ্র দেহখানি,
আত্মা মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য, সত্য এই জানি।

বল্ অমর পুত্রের জননী,
বল্ অজর পুত্রের জননী,
বল্ অভয় পুত্রের জননী,
বল্ বঙ্গে হে বীর মেদিনী,
এখন কোথায় তোর সে আত্ম-সম্মান,
এখন কোথায় তোর সে গরব জ্ঞান,
এখন কোথায় তোর বাঁচার বাসনা,
কোথা গেল মরণের তোর অভিমান ?
বল্ মোরে হে বঙ্গের বীরের মেদিনী,
কোথায় রে ক্রোধ তোর ;
বিগত বিরোধ ঘোর ;
অন্যায়ের কোথা অবরোধ ?
ভুলে কি গেছিস্ কা'রে কহে প্রতিশোধ ?

ব'লে দেরে হে বঙ্গের বীরের মেদিনী,
কোথা তোর হুতাশন,
কোথা স্বাধীনতা পণ ?
কোথায় প্রযত্ন তোর বৈর নির্য্যাতন ?

বল্ মোরে ওরে বঙ্গ বীরের মেদিনী,
কোথা তোর শিরতাজ
কোথায় সে রণসাজ,
কণ্ঠের আওয়াজ কেবা করেছে হরণ ?

বঙ্কিম উন্নত শিরে
বিশ্ববাসী সবে
লক্ষ্য করি' জিজ্ঞাসিয়াছিল—
"কে বলে মা তুমি অবলে ?"
আমি কহিতেছি, তুমি অবলে ;
যদি তা' না হ'তে, মাতঃ,
না হ'তে দুর্ব্বলা
তবে কি তোমার এই অযুত সন্তান
আপনার অন্ন হ'তে হইত বঞ্চিত ?
যে অন্নের 'পরে শুধু তারই অধিকার
অপরে লইত লুটি' ?

আর, যারা আপনার পরিশ্রম দিয়ে,
করিয়া কর্ষণ ভূমি,
বুনি' যত্নে বীজ
রোপিয়াছে ফল মূল,
তুলেছে ফসল,
তিল তিল আপনার স্বেদবিন্দু দিয়ে
সিক্ত করিয়াছে মাঠ,
বাড়ায়েছে ফল,

অবশেষে,
মরিয়া মরিয়া,
পড়িয়া পড়িয়া,
ক্ষুধার তাড়নে,
শুকায়ে বিজনে,
বাহিরিয়া অস্থি ও পঞ্জর
পড়িয়া রহিত হেন ধরিত্রীর পর ?
অন্যায়েরে রুখিবারে হইয়া অক্ষম
মরিত কি নপুংসক সম ?

ক্ষীণকায় কুক্কুরের সম্মুখ হইতে
কেহ যদি কেড়ে নেয় মুখের আহার,
শুক্‌নো হাড়, রুটিটুকু,
সেও জানে গরজিয়া সিংহের মতন,
তুলি' লেজ,
স্ফীত দেহে,
বিদ্যুৎ গতিতে,
উচ্চ শিরে, লম্বা লম্বা দন্ত প্রসারিয়া
লম্ফ দিয়া বক্ষোপরে পড়িয়া তাহার
হৃত দ্রব্য করিতে উদ্ধার ;
কিম্বা নিজ শক্তি-বলে
সেই স্থলে
কেড়ে নিতে ভাগ আপনার।

কি আফশোষ !
পশু ও যা' জানে,—
আপনার অধিকার

আমি কহিতেছি শুন
বার বার পুন পুন
স্বর্গ হ'তে কোন কালে
আসে না আহার,
আকাশ হইতে রুটী
পড়িলে লইবে লুটি'
সে আশা অলীক
আশু কর পরিহার।
এ কথা বুঝিয়া লও
এই দুনিয়ায়
প্রতি রুটি-কণা-মাঝে
তোমারও যে ভাগ আছে
নিঃসন্দেহ তায়।
সেইটি বাঁটিয়া নিতে
সেইটি কাটিয়া নিতে
সেইটি ছিনিয়া নিতে
যাহা কিছু কর,
ন্যায় বলে ধরো।
আপনার অংশ ছেড়ে
নিশ্চল রয়েছ পড়ে
কেন তুমি ক্লীবের মতন ?
উঠ, যাও, চেয়ে নাও,
জাগো বঙ্গে, হে ক্ষুধার্ত্তগণ ।

বিঘোষিত ক'রে দাও দিক্-দিগন্তে —
ক্ষুধা কভু কারও কাছে ভিখ্ নাহি চায়,

ভুলে যাও যত-কিছু
পুরাতন পুঁথি বা পুরাণ
ছিঁড়ে সব কর খান-খান।

মন হ'তে তুষ্টভাব ক'রে দিয়ে দূর,
অসন্তোষ-নাদে কর বিশ্ব ভরপূর।
বিদ্রোহের ধ্বজা তুলি',
হিতাহিত সব ভুলি'
আরও বৃদ্ধি কর্ ক্ষুধা,
ওরে ক্ষুধাতুর।
ক্ষুধার কি শক্তি বুঝে নাও
তার তেজ, তার দর্প,
সাহস বুঝাও
আপনারে।
দেখিবে তখন
তোমার সম্মুখে আসি'
নোয়াবে না শির
হেন ব্যক্তি আছে কোন্ জন।

আজ মনে পড়ে এক পুরাতন বাণী—
দশ বর্ষ আগে, কবি
নোগুচি জাপানী,
ভারতে থাকিতে,
দেখি' সারা দেশ জুড়ে নিষ্কর্ম্মা মানুষ,
বলিয়াছিলেন তিনি
উপদেশ ছলে,

"ইউ হ্যাভ্ টু গিভ্ ইয়োর পিপল্
দি সেন্স্ অব্ হাঙ্গার্।"
দেশবাসীদের
ক্ষুধার ধারণা করা
শিখাইতে হ'বে তোমাদের।

সে দিন সে কথা পড়ি'
হাসি পেয়েছিল।
কেন না যেথায় লোক কোটি কোটি জন
খাটি' দিনভর
নাহি পারে ভরাইতে
অর্দ্ধেক উদর,
বারেক পারে না যারা সমস্ত জীবনে
তৃপ্ত হ'য়ে করিতে আহার,
যে দেশের নেতৃগণ
প্রতিটি ভাষণে
ভুলেও ভুলে না
কভু করিতে উল্লেখ
"ষ্টারভিং মিলিয়ন্"
তথায় শোনানো লোকেদের—
"নিজ নিজ দেশবাসীদের
ক্ষুধা অর্থ বুঝাইতে হবে তোমাদের"
কত বড় উপহাস ইহা ?
বাস্তবিক,
কবিকুল
কল্পনার দাস ;

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
20759
10 1 59
AGARTALA

করিতেছে মানবতা
নিন্দিত, লজ্জিত,
মানুষে মানুষ নামে
করিছে বঞ্চিত.....

তখন কয়েছি নিজে নিজে,
এখনো হয়নি বুঝা ক্ষুধা অর্থ কি যে,
এখনো হয়নি ঠিক ক্ষুধার ধারণা,
এখনো বুঝাতে হবে তার অর্থখানা
প্রতি জনে জনে।
ওরে ক্ষুধিতের দল !
আজ হতে বুঝে নাও
এই ভাবে মরণ নিষ্ফল।
হওয়ার জীবিত পুন,
হওয়ার জাগ্রত পুন,
হওয়ার উন্নত পুন,
ক্ষুধাতুর, এ যে নিমন্ত্রণ,
আজ তোরে করি আবাহন।

ক্ষুধা ত দুর্ব্বল নহে, নহে সে নির্ব্বল,
সকলের চেয়ে সে সবল,
সকলের চেয়ে সে প্রবল,
সকলের চেয়ে সে অটল,
ক্ষুধা কালী মহাকালীরূপী,

যা কালী সর্ব্বভূতেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ক্ষুধা মহাশক্তিশালী,
যা চণ্ডী সর্ব্বভূতেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ক্ষুধা মহাশ্বৈর্য্যশালী,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ক্ষুধা সে ত মহামায়া চামুণ্ডা করালী,
অগণিত হস্ত, পদ, বদন, মণ্ডল,
বিশাল উদর, করাল-বদনা ভীমা।
তার পদভরে কাঁপে থর থর থর
ধরাতল ;
অন্যায়েরে করে সে চর্ব্বণ,
যে করে অন্যায় তার শোণিত শোষণ

তথাপি দাম্ভিক সেই ফরাসী সম্রাট
চালাতে লাগিল তা'র
ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচার।

প্রজ্বলিত হ'ল ক্রোধানল
দেশব্যাপী, কোণায় কোণায়,
ভেঙ্গে গেল নিয়ম-শৃঙ্খল,
রাজ্য হ'ল ঘোর অরাজক,
চূর্ণ হ'ল সমাজ-বন্ধন,
লুপ্ত হ'ল আহার্য্য-সম্ভার,
প্যারিসের হাটে-বাটে
হইল উত্থিত
ক্ষুধিতের ধ্বনি হাহাকার।

এখনো হয়নি শেষ;
বিস্তারিব ও দিকের কথা।
রাজা, রাণী,
ত্যজি' রাজধানী
লইয়া রক্ষকদল, সেনা ও সেনানী
একাদশ মাইল দূরে প্যারিস হইতে
চলি' গেল "ভার্সাই" যেথা।

বনস্থলী মাঝে এক অতি মনোহর,
বসাইল সগৌরবে "ভার্সাই" সুন্দর,
ঋদ্ধি-সিদ্ধি ধন-জন বিষয়-বিভব
বৈভবের ভ্রান্তিকর যা' কিছু সম্ভব,

গম্বুজ নির্ম্মিত হ'ল, স্তম্ভ ও মিনার,
নভ-চুম্বী সৌধাবলী প্রকাণ্ড আকার,
চৌদিকে হরিৎ ঘন সুরম্য উদ্যান,
চিত্তাকর্ষী দৃশ্যাবলী হরিতেছে প্রাণ,
সুবিস্তীর্ণ ঝিল, আর তার নীলজল,
খেলিতেছে দুলিতেছে করি' টল্‌মল্,
সুদর্শন ঝরণার মধুর সঙ্গীত,
স্থানে-স্থানে গুঞ্জরিয়া হইছে ধ্বনিত,
সুরভিত সুশীতল মৃদু মন্দ বায়,
যাহার পরশে দুঃখ চিন্তা দূরে যায়,
বহিল তা'দের 'পরে অবিশ্রান্ত রূপে,
বুঝিবা কহিতেছিল অতি চুপে-চুপে,
শান্তিভঙ্গকারী কেহ জানিও নিশ্চয়
আসিবে না এই স্থানে ; নাহি কোন ভয়।
(কি অজ্ঞান ছিল তা'রা নাহি সে ঠিকানা,
কালই যে.বিদ্রোহ হ'বে কেহ জানিত না।)

প্যারিসে সকলে যবে মরি'ছে ক্ষুধায়,
বৃদ্ধ মাতা-পিতাগণ হ'য়ে অসহায়
পুত্রদের কাছে গিয়ে, ধরি হাত দু'টি,
বলি'ছে "পেয়েছে ক্ষিধা দেরে বাবা রুটী",
সে সময় ভার্সাই-এর মহল-ভিতর
ঝুলি'ছে ঝালর ঝাড় ফানুস বিস্তর,
সুরক্ষিত সুসজ্জিত সুবৃহৎ হলে',
আমীর ওমরাগণ বসি' দলে দলে,
নৃপ-দম্পতীর ভোজে দিতেছিল যোগ,
আনন্দ করিতেছিল তা'রা উপভোগ।

কেহ ছড়ি, নয় কাটারী,
কেউ ভুজালি, লাঠিধারী,
খন্তা, খুন্তি, অস্ত্র নানা,
কেউ বা নিয়ে করাত্‌খানা,
কারও পায়ে খড়ম, চটি,
কারও হাতে ঘটি, বাটি,
কিম্বা ইটের টুক্‌রা, পাথর
হাতে করি' সব সরাসর।

একদা প্রভাতে
জীর্ণ-শীর্ণ-বস্ত্র পরিহিত
উস্ক-শুষ্ক এলো চুলে
ছেলে, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী,
অগণন, দলে দলে,
শীর্ণকায় সংকল্পে অটল,
অত্যদ্ভুত অস্ত্র-শস্ত্র
দুলাইয়া সবে
করিতে করিতে ক্রোধে ভীষণ গর্জ্জন,
নভস্তল বিদারিয়া,
এক হয়ে
প্রধূমিত উচ্ছলিত
পঙ্গপাল-প্রায়
বাহির হইল পথে
যাবে ভার্সাই।

অগ্রসর হইল সকলে,
মুখভার রোষভরে।

শ্রাবণের ভরানদী যথা
হিল্লোলিয়া কল্লোলিয়া
প্রমত্ত হইয়া ধায়
দুকূল প্লাবিয়া
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া যত মহামহীরুহ
তটোপরি,
প্রসারিয়া বক্ষস্থল
মিলিবারে
সমুদ্রের সনে।

কে রোধে তাহার গতি
তাহার গর্জ্জন ?
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !
সব মানুষ এক সমান,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !
বিধাতার সব সন্তান,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !
আজাদীর সব হকদার,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !
স্বাধীনতার দাবীদার
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !
আর কারও নেই অধিকার,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !
আর কে করে অত্যাচার,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ !

ক্ষুধারূপী ভবানীর, বিশ্ব-বিজয়িনী,
লক্ষ লক্ষ অনুপম লস্কর সেনানী,
ফিরিতেছে পুনর্ব্বার প্যারিস নগরে
করিয়া বিজয় লাভ রাজশক্তি 'পরে,
রাজা, রাণী,
মন্ত্রী, মানী,
রক্ষক সেনানী,
সেনা অভিমানী,
আমীর ওমরা যত,
হতগর্ব্ব পদানত
বদ্ধমুষ্টি বগলতলায়।
তাহাদের চারিদিকে
বিদ্রোহী প্রহরীদল
বীরদর্পে রহিয়াছে ঘিরে ;
উচ্চকুলোদ্ভব যত
নির্ব্বাক রাত্রির মত
ফিরে এল
ধীরে-ধীরে-ধীরে।

বহু এল পদব্রজে,
জন কয় যানে বা বাহনে,
যে যেথায় পেল স্থান
বসে গেল ঠেসাঠেসি করে
বিজয়ের উল্লাসেতে সকলে উন্মাদ,
ভালমন্দ, হিতাহিত, ন্যায়-অপরাধ,

উহাদের বাহু আর
বাহু আপনার,
মেপে দেখ্ একবার।
ক'র্ রে বিচার
কোনরূপে ফরাসীরা
শ্রেয়তর কি না।
তবু তা'রা কোথা, আর তোরা বা কোথায় ?
কোথা সমুত্থিত তা'রা, তোরা নিপতিত ?
সে সকল প্রাণবান সজীবের দল
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ?
আর তোরা প্রাণহীন অসার সকল
কোথায় আছিস পড়ি' ?
হস্তোপর রাখি' শির যা'রা করে রণ
কোথা সেই যোদ্ধৃগণ ;
আর কোথা দুই হাতে
কপাল আবরি'
নিষ্প্রাণ আছিস পড়ে
শম্বুকের মত !

তাহারাও মাটির পুতুল !
পার্থক্য কেবল
তা'দের বক্ষের মাঝে
উৎসাহের ঝঞ্ঝা ও তুফান
কেহ যেন দিয়েছে ফুৎকারি'।
আর তোর ঐ ক্ষুদ্র দেহের পিঞ্জরে
অতি-কষ্টে ধিকি-ধিকি
বহিতেছে শ্বাস।

মুক্তির দিন,
শক্তির দিন,
পুণ্যের দিন,
আসিবে তোমার,
কোটি-কোটি জন বাংলার বাসী
আত্মবলেতে হয়ে বিশ্বাসী
এক সাথ হয়ে বাহির হইবে সবে।
নভঃ-ধরাতল কম্পিত হবে
তোমাদের কলরবে।—
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে চল্,
মিলি' একতায় ধরণীতল্,
প্রাণেতে সাহস বাঁধিয়া চল্,
সকলে আসিয়া সাথেতে চল্,
চল্ চল্ চল্
এক সাথে চল্, এক সাথে রহ
এক সুরে সবে এক কথা কহ
এক সাথে সবে ছাড় হুংকার
এক সাথে হাত তুলি' বারবাব—

চাই রুটী, চাই স্বরাজ,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ।
চাই রুটী, চাই স্বরাজ,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ!

এ ভাবে গঠন করি', হইয়া প্রস্তুত,
ধর্ম্মযুদ্ধে হও অগ্রসর।

অন্নের শপথ করি' যে সব মানুষ
রহে অনাহারে—
পাপী তা'রা।
যাহারা ক্ষুধার জ্বালা সহে বারে বারে—
পাপী তা'রা।
আর যা'র মৃত্যু হয় রহি' অনাহারে—
তাহারা পাতক।
তাহাদের ছায়াস্পর্শে—
অনন্ত নরক।
ঋষিদের
দিক-দিক-ব্যাপী,
যুগ-যুগ-ব্যাপী,
রয়েছে যে অমর ঘোষণা—
গিয়েছ কি ভুলে ?
অন্ন প্রাণ,
অন্ন যজ্ঞ,
ব্রহ্ম সনাতন।
আজ তুমি—
অন্ন নহে, ব্রহ্ম হ'তে হয়েছ বঞ্চিত ;
অন্ন নহে, ধর্ম্ম হ'তে হয়েছ বঞ্চিত ;
অন্ন নহে, কর্ম্ম হ'তে হয়েছ বঞ্চিত।
অন্ন লাগি' যুঝিবারে হও সমুত্থিত,
ধর্ম্ম লাগি' যুঝিবারে হও সমুত্থিত,
ব্রহ্ম লাগি' যুঝিবারে হও সমুত্থিত,
ওরে ওরে ঋষিপুত্রগণ,
ওঠ আজ ;
মূল কেন্দ্র আপন সত্তার

আহার্য্য করিলে নষ্ট জীবনে মরণ,
আত্ম-সম্মানের বোধ রাখিও স্মরণ।
তোমায় জানিতে হবে তুমি যে মানুষ,
নহ তুমি দয়াপাত্র, দেবতার দাস,
দেবতা ভরসা যা'র সে ত কাপুরুষ,
হারা'য়োনা নিজোপরে নিজের বিশ্বাস।
তোমাকে জানিতে হ'বে তুমি যে মানুষ,
মানুষের অধিকার লভিতে উত্থিত,
নাহি হেন শক্তি রোধে, হে সিংহপুরুষ,
আত্ম-বিশ্বাসেতে জেনো জয় সুনিশ্চিত।

তুমি যে মানুষ তব জানা প্রয়োজন,
জীবন ধারণ লাগি' যাহা কিছু লাগে
তাহাকে করিতে রক্ষা, করিতে অর্জ্জন,
প্রাণ দান সেও ভাল রহি' পুরোভাগে।
পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা এই ঘোরতর
আত্মবলিদান করা শ্রেষ্ঠ শ্রেয়স্কর।
ইহাকে পারে না কেহ করিবারে ক্রয়,
যতই কর না সোণা চাদি বিনিময়,
আমার এ তাম্রখণ্ডে কি হ'বে তোমার,
তা'র সাথে তাই এই বাণীর ঝংকার
তোমাদের নিকটেতে করিনু প্রেরণ,
আশা—যদি তোমাদের নেচে ওঠে মন,
মহাকালী ভগ্নমনে জাগায় প্রেরণা,
জড়তা ত্যজিয়া উঠে বীর-বীরাঙ্গনা।

হুংকার ছাড়িয়া কহ—গেছে অবসাদ,
ক্লেড়ে লব অন্ন ; ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ্।